আজকের কাগজ

তারিখ 25 OCT 1993
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিবিরের সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার নয়া কৌশল নিয়েছে

❑ শিবিরের সন্ত্রাসের প্রতিবাদী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার মৌলবাদী জামাত-শিবিরকে রক্ষা করার নয়া কৌশল হিসেবে প্রগতিশীল শিক্ষকদের বহিষ্কার করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। সেই মতে গত ৫ জুলাই শিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে মারাত্মক আহত শিক্ষক কাজী মোঃ গালীব হাসানকে কারণ দর্শাও নোটিশ দিয়ে আগামী ২৭ অক্টোবর-এর মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। কেন উপাচার্য আঃ হামিদকে লাঞ্ছিত করেছেন। এ ঘটনাটিও নাকি ৫ জুলাই ঘটেছে। ৫ জুলাই ৬ জন শিক্ষকসহ ২৫ জন ছাত্র আহত করেছিল জামাত-শিবির চক্রের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। সেদিন তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ব্যাপক বোমাবাজিসহ প্রশাসনিক ভবন, রেজিস্ট্রার ভবন ভাংচুর, প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং ইঃবিঃ প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রোপিত গাছ উপড়ে ফেলে। এ ঘটনা ফলাও করে বিঃ কর্তৃপক্ষ জানায় এবং জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় এ ঘটনার তদন্তের জন্যে তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং ৫ জুলাই সংঘটিত সন্ত্রাসের পর ৩ দফা সিন্ডিকেট বৈঠক শেষে তিনজন শিবিরের সন্ত্রাসী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে একটি সূত্র জানালেও এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়নি। অপরদিকে ৫ জুলাই রাজাকারের দোসর হিসেবে সমালোচিত বর্তমান উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা গত তিনটি সিন্ডিকেট বৈঠকে আলোচনা হলো না। অথচ দীর্ঘ চার মাস পর জামাত-শিবিরদের রক্ষা করায় নয়া কৌশল সাজিয়ে নিয়ে শিবিরের সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার আহত শিক্ষক গালীব আহসানকে চক্রান্ত করে মিথ্যা অপরাধে দোষী বানিয়ে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, ৫ জুলাই ৬ শিক্ষক আহত ও শিবিরের নারকীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা দায়ের করলেও কাউকে আসামী করা হয়নি। তার পূর্বে উপাচার্যকে একই স্টাইলে মিথ্যে লাঞ্ছিত করার অপরাধে ছাত্রলীগের তিন নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। কিন্তু শিক্ষক গালীব আহসান উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করেছেন এ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না করে দীর্ঘ চার মাস পর এ ঘটনা সৃষ্টি করা কি সাজানো ঘটনা প্রমাণ করে না? যেহেতু ৫ জুলাই শিক্ষক আহতসহ সংঘটিত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে কুষ্টিয়া থানায় ১৩ নভেম্বর মামলা দায়ের করলেও প্রমাণিত আসামী শিবিরের ক্যাডারদের নাম প্রকাশ করেনি। কিন্তু পুলিশ মামলার তদন্ত শেষে উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসী মাইনুল ইসলাম, আবু জাফর, আবদুর রাজ্জাক, মাসুদুল হক, মোবারক হোসেন, রহমান ভাসানী ও জাকির হোসেনকে আসামী প্রমাণ পাওয়ার মামলার চার্জশিটে নামগুলো উল্লেখ করায় কর্তৃপক্ষ শিবিরদের রক্ষা করার কোন পথ না পেয়ে মাত্র ১ জনের বিরুদ্ধে নামমাত্র শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যদিও তা ঘোষিত হয়নি। এ শাস্তি উদ্যোগ আদৌ নেয়া হয়েছে কি-না তা জানার জন্য ইঃবিঃ কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষক সমিতি চিঠি দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিমত রাজাকারদের দোসর উপাচার্য শিবিরকে রক্ষার কৌশল হিসেবে তাকে লাঞ্ছিত করার মিথ্যা সাজানো অপরাধে শিক্ষক গালীবের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ দিয়েছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পূজার বন্ধ থাকায় উপাচার্য মূল অপরাধ ধামাচাপা দিয়ে সিন্ডিকেটের ৬ শিক্ষক আহত করার অপরাধে একজনকে বহিষ্কার ও ছাত্র অপহরণ করার অপরাধে ২ জনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে আগুন দেয়া ও তার লাগানো গাছ উপড়ে ফেলা, রেজিস্ট্রার ভবন ভাংচুর, প্রশাসনিক ভবন ভাংচুরের অপরাধের কোন শাস্তির উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অথচ প্রগতিশীল শিক্ষকদের শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। বর্তমানে ইঃ বিঃ শিক্ষক ও ছাত্ররা শংকিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। জামাত-শিবির-চক্র মিছিল সমাবেশে হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

কুষ্টিয়া থেকে শাহে আরিফ নিশির/নূর আলম দুলাল।